তারিখ 22 MAY 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

কেশবপুর (যশোর) : এভাবেই (গোল চিহ্নিত) পলেস্তরা খসে শিক্ষার্থীরা আহত হওয়ায় আতঙ্কে শ্রেণীকক্ষ শূন্য -সংবাদ

শ্রীরামপুর সর. প্রা. স্কুলে পলেস্তরা খসে আহত ৪

প্রতিনিধি, কেশবপুর (যশোর)

যশোরের কেশবপুর উপজেলার শ্রীরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের ছাদের পলেস্তরা খসে পড়ে ৩য় শ্রেণীর ৪ ছাত্র আহত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের অনিয়ম ও দুর্নীর কারণে ভবনটি নির্মাণের ২০ বছর অতিবাহিত হতে না হতেই তা ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এ ঘটনার পরপরই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লে স্কুল ছেড়ে চলে যায় শিক্ষার্থীরা।

বিদ্যালয়ের অফিস সূত্রে জানা গেছে, শ্রীরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রেজিস্টার প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে যাত্রা শুরু করে। ১৯৯৪ সালে এর ৩ কক্ষ বিশিষ্ট একটি ভবন নির্মাণ করা হয়। কিন্তু তৎকালীন ঠিকাদারের অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে এক যুগ যেতে না যেতেই এর পলেস্তরা খসে ভবনটি জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে। এছাড়া সে সময় এর জলছাদ না করার কারণে ছাদে পানি জমে রডে মরিচা ধরে নষ্ট হয়ে খসে খসে পড়ছে। এ অবস্থায় পুনসংস্কারের নামে জোড়াতালি দিয়েই চলছে ওই ভবনের মধ্যে শিক্ষার্থীদের পাঠদান। ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠানটি জাতীয়করণ করা হলেও এর অবকাঠামোর কোন উন্নতি হয়নি। ফলে প্রতিষ্ঠানটি নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত হয়ে এর শিক্ষাকার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

কেশবপুর

বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা ফরিদা খাতুন জানান, গত ১৮ মে বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার সময় তিনি ৩য় শ্রেণীর বাংলা বিষয়ের ক্লাস নিচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ পর ছাদের পলেস্তরা খসে পড়ে। এ সময় ওই শ্রেণীর শিক্ষার্থী শাকিল আহমেদ, সোহান হাসান, শামীম হাসান ও সাব্বির হোসেন আহত হয়। এদের মধ্যে শাকিল আহমেদ ও সোহান হাসানকে কেশবপুর হাসাপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।

প্রধান শিক্ষক মো. শাহিনুজ্জামান বলেন, ভবনটি পরিত্যাক্ত ঘোষণা করা না হলেও ঝুঁকিপূর্ণ। ভবনের ছাদ নষ্ট হয়ে গেছে। তারপরও ঝুঁকি নিয়ে এরমধ্যে শিক্ষার্থীদের ক্লাস নিতে হয়। শিক্ষক সংকটের পরও গত বছর শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছে। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, তার প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ না থাকার কারণে সরকারিভাবে সৌর বিদ্যুৎ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ঠিকাদারের নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের কারণে কোন দিনও আলো জ্বলেনি। ফ্যান তিনটি দেয়ার কথা থাকলেও দেয়া হয়েছে ২টি, তাও কোন কাজে আসছে না। ফলে বিদ্যুতের অভাবে শিক্ষকসহ শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। টয়লেট ও বিশুদ্ধ পানি সমস্যার দীর্ঘদিনেও সমাধান হয়নি।

এ ব্যাপারে উপজেলা সহকারি শিক্ষা কর্মকর্তা মাসুদুর রহমান বলেন, ওই প্রতিষ্ঠানের দুর্ঘটনার কথা আমাকে জানানো হয়েছে। ভবনটি পুনসংস্কারে তাৎক্ষণিক ৬৫ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এছাড়া নতুন ভবনের জন্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পত্র দেয়া হয়েছিল। খুব তাড়াতাড়িই স্কুলটির নতুন ভবন হবে।